Times Today BD

সিনিয়র রিপোর্টার | রাজনীতি | 21 May, 2025

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের শপথ নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তার দায় বর্তমান নির্বাচন কমিশনের বলে মনে করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।দলটি বিভিন্ন কারণে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওপর আস্থা রাখতে পারছে না।তারা বর্তমান ইসির পুনর্গঠন চায়।

মঙ্গলবার রাতে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে এনসিপি।রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলন থেকে ইসি পুনর্গঠন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।বুধবার দুপুর ১২টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইসি কার্যালয়ের সামনে এনসিপি ঢাকা মহানগর শাখার ব্যানারে এই সমাবেশ হবে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র হিসেবে ইশরাক হোসেনকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার দাবিতে তাঁর সমর্থকদের টানা বিক্ষোভের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয়।এর জবাবে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘এখন যেটা হচ্ছে, একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠিত দল হিসেবে যে ম্যাচিউরিটি (পরিপক্বতা) জনগণ তাদের কাছ থেকে আশা করে, তারা সেটা দেখাচ্ছে না।শাহবাগ বন্ধ হচ্ছে, নগর ভবন বন্ধ হচ্ছে, যমুনা ঘেরাওয়ের হুমকি দিচ্ছে, নানাভাবে দেশে একটা অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে।সবাইকেই এই জায়গা থেকে সরে আসা উচিত।

মেয়র হিসেবে ইশরাক হোসেনের শপথ নিয়ে যে সংকট, তা সরাসরি ইসি তৈরি করেছে বলেও উল্লেখ করেন নাহিদ ইসলাম।তিনি বলেন, ইসি এই মামলায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি এবং আপিলও করেনি।ফলে এটা খুবই স্পষ্ট যে তারা একটা দলের পক্ষ নিচ্ছে, একটা প্রার্থীর পক্ষ নিচ্ছে।এই কমিশনের ওপর জাতীয় নির্বাচন বা যেকোনো নির্বাচনের আস্থা রাখা

যাচ্ছে না।নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দিকে যেতে হবে।

আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবিকে সামনে এনে জাতীয় নির্বাচন পেছানোর চক্রান্ত হচ্ছে–এমন এক প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা কেউই জাতীয় নির্বাচনের বিরোধিতা কখনো করিনি।প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের জন্য ডিসেম্বর থেকে জুনের যে সময়সীমা দিয়েছেন, আমরা সেটাকে সমর্থন করে বলেছি, এর মধ্যেই নির্বাচন হতে পারে।তবে নির্বাচনের জন্য আমরা বিচার ও সংস্কারের কথা বলেছি।গণপরিষদ নির্বাচন একই সঙ্গে করতে হবে, সেই কথাটা আমরা বলেছি নতুন সংবিধানের জন্য।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা তো বলিনি যে জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে হবে।প্রয়োজনে গণপরিষদ নির্বাচন ও জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়ে যাক। তারিখ ঘোষণা হয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করেই তার আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনটি দিক।

স্থানীয় সরকারের নির্বাচন দেওয়ার মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে বলেও মনে করেন এনসিপির এই শীর্ষ নেতা।তিনি বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন কতটুক সক্ষম, সেটাও এই (স্থানীয়) নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ হবে।জাতীয় নির্বাচন এবং গণপরিষদ নির্বাচনের জন্য যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে, তার আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে পারে।এর জন্য অবশ্যই নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে।

ঢাকা উত্তর সিটির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের সঙ্গে এনসিপির কোনো সম্পর্ক নেই বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, তাঁকে (এজাজ) একটা সংগঠনের ট্যাগ দেওয়া হচ্ছে।শেখ হাসিনার আমলে এ রকম জঙ্গি, হিজবুত তাহ্‌রীর যাকে-তাকে বলে দেওয়া হতো।কিছু রাজনৈতিক লোক টেন্ডার পাচ্ছেন না বা তাঁদের নানা ধরনের অবৈধ দাবিদাওয়ার সুপারিশ আমলে না নেওয়ায় তাঁর (প্রশাসক) বিরুদ্ধে

অভিযোগ করছে। তবে তিনি বলেন, অভিযোগের বিষয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা করা উচিত, তদন্ত করা উচিত। অভিযোগ যদি মিথ্যা হয় তাহলে যারা অভিযোগগুলো করছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

‘ইসি দলীয় মুখপাত্র’

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের পাশাপাশি দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এক প্রশ্নের উত্তরে নাসীরুদ্দীন বলেন, ইসির গঠনপ্রক্রিয়া অবৈধ। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের আগেই নির্বাচন কমিশন মন্তব্য করে থাকে; কিন্তু এটা করা উচিত নয়। তারা দলীয় মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে। ফলে তাদের দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।

ইশরাক হোসেনের সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে নাসীরুদ্দীন বলেন, পুরো ঢাকা অচল হয়ে পড়েছে। জনগণ নগর ভবনে কোনো সেবা পাচ্ছে না।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন। এতে বলা হয়, ‘২০২০ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অবৈধ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকাই দায়ী বলে আমরা মনে করি।

জনপ্রতিনিধি না থাকায় নাগরিক সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে বলে লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, ‘ইশরাক হোসেন বনাম শেখ ফজলে নূর তাপস গং’ মামলাকে নজির হিসেবে নিয়ে সারা দেশে অবৈধ নির্বাচনের প্রার্থীরা আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এক জটিল ও সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি করছে। এই সংকট নিরসনে এবং জনদুর্ভোগ লাঘবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনই একমাত্র সমাধান; কিন্তু ফ্যাসিবাদী আইনে গঠিত বর্তমান পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন

কমিশন এই নির্বাচন আয়োজনে সক্ষম নয়।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ‘ইশরাক হোসেন বনাম শেখ ফজলে নূর তাপস গং’ মামলার বিবাদী হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন নজিরবিহীনভাবে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি, যার ফলে একতরফা রায় দেওয়া হয়েছে।এমনকি রায়ের পর নির্বাচন কমিশন উচ্চ আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা না করে মামলার বাদীকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে।এর আগেও নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ আচরণ বজায় রাখার পরিবর্তে এমন সব বক্তব্য দিয়েছে, যার সঙ্গে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের অবস্থানের সাযুজ্য রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ইশরাক হোসেন দক্ষিণ সিটি করপোরেশন জাতীয় নাগরিক পার্টি নির্বাচন কমিশন

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 28 June, 2025 07:09

URL: https://www.timestodaybd.com/politics/2770614414